48957 - তারাবীর নামাযের ফযিলত

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযের ফযিলত কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তারাবীর নামায মুস্তাহাব সুন্নত। এটি কিয়ামুল লাইল বা রাত্রিকালীন নামাযের অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআন-সুন্নাহ্‌র যে দলিলগুলো কিয়ামুল লাইল এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে ও ফযিলত বর্ণনা করে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো তারাবীর নামাযকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। ইতিপূর্বে 50070 নং প্রশ্নোত্তরে তা উদ্ধৃত হয়েছে।

দুই:

রমযান মাসে যে মহান ইবাদতগুলোর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করে থাকে সেগুলোর মধ্যে কিয়ামুল লাইল অন্যতম।

হাফেয ইবনে রজব বলেন:

জেনে রাখুন, রমযান মাসে মুমিনকে নিজ আত্মার সাথে দুটো জিহাদ করতে হয়। একটি হল দিনের বেলায় রোযার জিহাদ। আর রাতের বেলায় কিয়ামুল লাইল এর জিহাদ। যে ব্যক্তি এ দুটো জিহাদ করতে পারেন তাকে বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হবে।[সমাপ্ত]

রমযান মাসে কিয়াম পালন করার উৎসাহ দিয়ে ও ফযিলত বর্ণনা করে কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে

ও সওয়াবরে আশায় রমযান মাসে কিয়াম পালন করবে (রাতে নামায আদায় করবে) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[সহহি বুখারী (৩৭) ও সহহি মুসলমি (৭৫৯)]

কিয়াম পালন করবে বা দণ্ডায়মান হবে: অর্থাৎ রমযানরে রাতগুলোতে নামাযে দাঁড়াবে।

ঈমানরে সাথে: অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও সওয়াবদানরে প্রতি বিশ্বাস নিয়ে।

সওয়াবরে আশায়: প্রতিদানরে অন্বেষী হয়ে। রিয়া (প্রদর্শনচ্ছো) বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে থেকে নয়।

তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে: ইবনুল মুনযরি তাগদি দিয়ে বলছেনে যে, এটি সগরিা ও কবরিা উভয় গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু নববী বলছেনে: ফকিাহবদি আলমেদরে নিকট প্রসিদ্ধ যে, এটি কেবেল সগরিা গুনাহর সাথে খাস; কবরিা গুনাহ নয়। কেউ কেউ বলছেনে: যদি কারো সগরিা গুনাহ না থাকে তাহলে কবরিা গুনাহকে হালকা করবে।[ফাতহুল বারী]

তিনি:

একজন মুমনিরে উচিত রমযান মাসরে শেষে দশকে অন্য যে কোন সময়রে চেয়ে ইবাদত বন্দগীতে পরিশ্রমী হওয়া। এ দশদিনে লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদররে রাত) রয়ছে। যে রাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসরে চেয়ে উত্তম।"[সূরা ক্বদর (আয়াত:৩)]

এ রাতরে সওয়াব সম্পর্কে হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে: "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশায় লাইলাতুল ক্বদরে কিয়াম পালন করবে (রাতরে নামায আদায় করবে) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[সহহি বুখারী (১৭৬৮) ও সহহি মুসলমি (১২৬৮)] এ কারণে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষে দশকে এমন পরিশ্রম করতনে যা তিনি অন্য সময়ে করতনে না।"[সহহি মুসলমি (১১৭৫)]

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলনে: 'যখন দশক শুরু হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে নিতনে, রাত জাগতনে, নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দিতনে।'[সহহি বুখারী (২০২৪) ও মুসলমি (১১৭৪)]

দশক শুরু হত: অর্থাৎ রমযানরে শেষে দশক।

কোমর বেঁধে নিতনে: কারো মতে, এটি ইবাদতে তীব্র পরিশ্রমরে রূপক প্রকাশ। আর কারো মতে, এটি নারীদরে থেকে দূরে থাকার রূপক প্রকাশ। আর হতে পারে এ কথাটি উভয় ভাবকে বুঝাচ্ছে।

রাত জাগতেন: অর্থাৎ রাত জেগে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করতেন।

নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন: অর্থাৎ রাতের নামায পড়ার জন্য তাদেরকে জাগিয়ে দিতেন।

ইমাম নববী বলেন:

এই হাদিসে দলিল রয়েছে যে, রমযানের শেষ দশকে অতিরিক্ত ইবাদত করা মুস্তাহাব। এ রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জাগরণ করা মুস্তাহাব।[সমাপ্ত]

চার:

রমযান মাসে জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল পালন করা এবং ইমাম নামায সমাপ্ত না করা পর্যন্ত তার সাথে উপস্থিত থাকার আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এর মাধ্যমে নামায আদায়কারী গোটা রাত নামায আদায় করার সওয়াব লাভ করবেন; যদিও তিনি রাতের সামান্য কিছু সময় নামায আদায় করেছেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।

ইমাম নববী বলেন:

"তারাবীর নামায মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত। কিন্তু, তারাবীর নামায একাকী বাসায় পড়া উত্তম; নাকি মসজিদে গিয়ে জামাতে পড়া— এ নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফেয়ি, তাঁর মাযহাবের জমহুর আলেম, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ এবং কিছু কিছু মালেকি আলেম বলেছেন: উত্তম হচ্ছে- জামাতের সাথে তারাবীর নামায পড়া; যেমনটি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম করেছেন এবং এভাবে মুসলমানদের আমল চলে আসছে।"[সমাপ্ত]

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিয়াম (অর্থাৎ তারাবীর নামায) আদায় করবে যতক্ষণ না ইমাম নামায শেষ করেন; তার জন্য সম্পূর্ণ রাত কিয়াম আদায় করার সওয়াব লেখা হবে।'[সুনানে তিরমিযি (৮০৬), আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।